রিভিলেশন™

দ্য স্টোরি অব মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ড. মিরাজ মুহিউদ্দিন

স্পেশাল ফিজিশিয়ান ও নিউরোলোজিস্ট

আমেরিকান ইসলামি চিন্তাবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ

অনুবাদ

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (অন্তর্বর্তীকালীন) সরকার

আলোয়ার লাইব্রেরী™

একটি প্রত্যাশিত রোডম্যাপ

আমি যখন প্রথম সিরাত অধ্যয়ন শুরু করি, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন সন-তারিখের দীর্ঘ তালিকা আমাকে হতাশ করে তোলে এবং আমি প্রায়শ খেই হারিয়ে ফেলতাম। আমি যে-সব উৎস থেকে পাঠ করতাম, তার কিছুতে গ্রেগরিয় সন-তারিখ অনুসরণ করা হতো, আবার কিছুতে হিজরি-বর্ষ। এ কারণে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এমনকি দুজন বিশেষজ্ঞ স্কলার একই সন-তারিখ-পদ্ধতি অনুসরণ করলেও নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার সন-তারিখ বা পারম্পর্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিত।

ফলে সিরাতের বিষয়গুলো আত্মস্থ করার জন্য সহজতর একটি পন্থা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর আমি একটি কুরআনি বর্ষ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করি। এই পদ্ধতিটি আমাকে সিরাতের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অতি সহজে স্মরণ রাখতে সাহায্য করে। এমনকি কুরআন নাজিলের কালানুক্রমিক বিকাশধারা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও এটি হিজরি বা গ্রেগরিয় পদ্ধতির তুলনায় আমার কাছে অনেক বেশি সহজসাধ্য, বোধগম্য ও উপযোগী বলে মনে হয়েছে।

এ বইটি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে পাঠকবর্গ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সামগ্রিক পরিসর থেকে দৃষ্টি সরানো ছাড়াই ছোট ছোট ঘটনাগুলোও মনে রাখতে পারেন। কুরআনের প্রত্যাদেশে বর্ণিত কাহিনিগুলোর যথাযথ অনুধাবনের প্রথম পদক্ষেপ হলো কুরআনি বর্ষ-পদ্ধতি আয়ত্ত করা। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত সহজভাবে বর্ণনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো এটিকে কয়েকটি স্বতন্ত্র সময়-পর্বে ভাগ করা। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর সমগ্র জীবনকে দুই ভাগে বিন্যাস করা যায়– প্রাথমিক কাল (ওহি নাজিলের পূর্বেকার প্রথম ৪০ বছর) এবং নবুওয়াতি জীবন (এর পরবর্তী ২৩ বছর)।

অন্যভাবে, আমরা তাঁর জীবনকে অবস্থানের ভিত্তিতেও বিভক্ত বা বিন্যস্ত করতে পারি। হিজরতকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে জীবনের প্রথম ৫২ বছর মক্কায় এবং পরবর্তী ১১ বছর মদিনায় অবস্থানের সময় ধরে বিভাজন করতে পারি।

এ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের বিভাজনকে একত্র করে তাঁর জীবনচরিতকে তিনভাগে উপস্থাপন করা যায় :

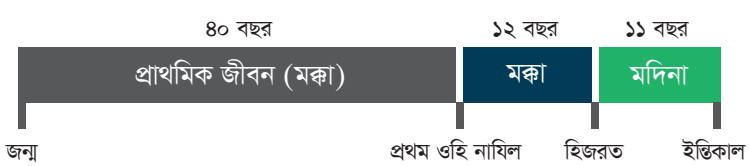

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতের তাৎপর্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হলে কয়েক হাজার বছর পূর্বের ঘটনাবলি থেকে শুরু করতে হয়। এজন্য আমাদের আলোচনার সূচনা হবে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাহিনি এবং প্রাচীন মক্কার ইতিহাস দিয়ে। এই অধ্যায় শেষ হবে ওহি নাজিলের প্রাক্কালে এসে, যখন দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অনুসন্ধান শেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐশ্বরিক আলোক আভায় প্রবেশ করেন। এটিই ছিল কুরআনের সূচনা-মুহূর্ত। তখন থেকেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এক অবিরাম মিশন শুরু করেন, যা পরবর্তী ২৩ বছর ধরে চলমান থাকে।

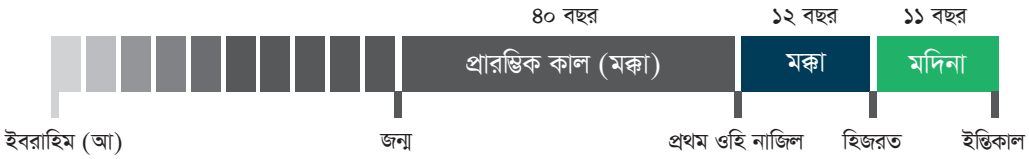

আমরা আমাদের সময়-বিভাজন-পর্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। এবার এটিকে আসমানি গ্রন্থের ধারায় পুনর্বিন্যস্ত করা যাক, যাতে কুরআন নাজিলের একটি কালানুক্রমিক ফিরিস্তি তৈরি করা যায়। এই ফিরিস্তিটি প্রথম ওহি নাজিলের মুহূর্ত থেকে সূচিত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালে এসে সমাপ্ত হবে।

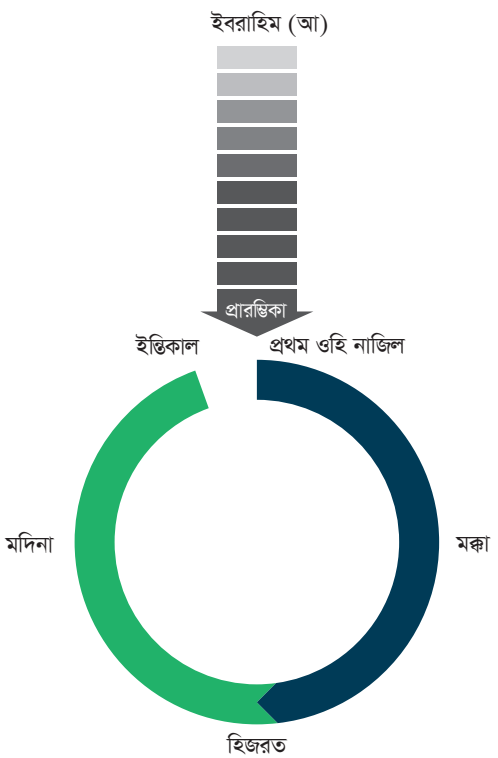

নিচে যেমন দেখানো হয়েছে, বৃত্তাকার সময়রেখাটি আপনাকে নবিজির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো স্মরণে রাখতে সহায়তা করবে :

১ একটি বৃত্ত আঁকুন। এরপর পরস্পর ছেদকারী এমন দুটি রেখা আঁকুন, যা বৃত্তটিকে সমান চার অংশে বিভক্ত করে।

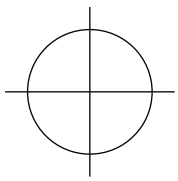

২ কল্পনা করুন, বৃত্তটি একটি ২৪ বর্ষের ফিরিস্তি (যা অনেকটা ঘড়ির মতো) প্রদর্শন করছে। উপর থেকে শুরু করে চারটি পয়েন্টে ০, ৬, ১২ এবং ১৮ লিখুন।

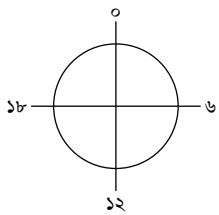

৩ ০, ৬, ১২ এবং ১৮-এর পাশে 'হ' বর্ণটি লিখুন। 'হ' বর্ণটি অবশ্যই ৬ এবং ১৮ নির্দেশ বা রেখার উপরে হবে।

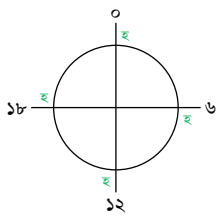

৪ উপরে (০) লিখুন 'হিরা'। নিচে (১২) লিখুন 'হিজরত'। এই পয়েন্টগুলো ফিরিস্তিটিকে মাঝ বরাবর ওপর থেকে নিচে বিভক্ত করবে। ডান পাশের অংশ মক্কা (নীল), বাম পাশের অংশ মদিনা (সবুজ)।

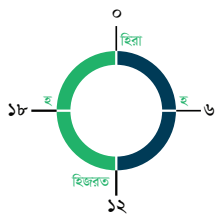

৫ ৬-এর পাশে (রেখার ওপরে) লিখুন 'হামজা ও উমর'। ১৮-এর পাশে রেখার উপরে লিখুন 'হুদাইবিয়া'।

৬ ফিরিস্তি থেকে শেষের বছরটি মুছে দিন, যেন এটি ২৩ তম বর্ষে এসে শেষ হয়।

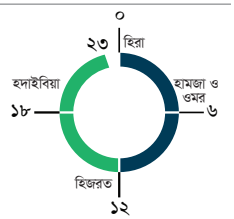

৭ স্বাভাবিক ফিরিস্তি অনুক্রমে (ওপর থেকে ডান দিক হয়ে নিচে ঘুরে বাম দিক হয়ে ওপরের দিকে)– এ ফিরিস্তিটির এক চতুর্থাংশকে প্রাথমিক মক্কা, শেষ মক্কা, প্রাথমিক মদিনা এবং শেষ মদিনা হিসেবে চিহ্নিত করুন।

এবার নতুন কুরআনি বর্ষ-পরিক্রমাটি আবার লক্ষ করুন। এটি আত্মস্থ করার মাধ্যমে আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো মনে রাখতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি বৃহৎ পরিসর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বিষয়াদিও স্মরণ রাখতে পারবেন।

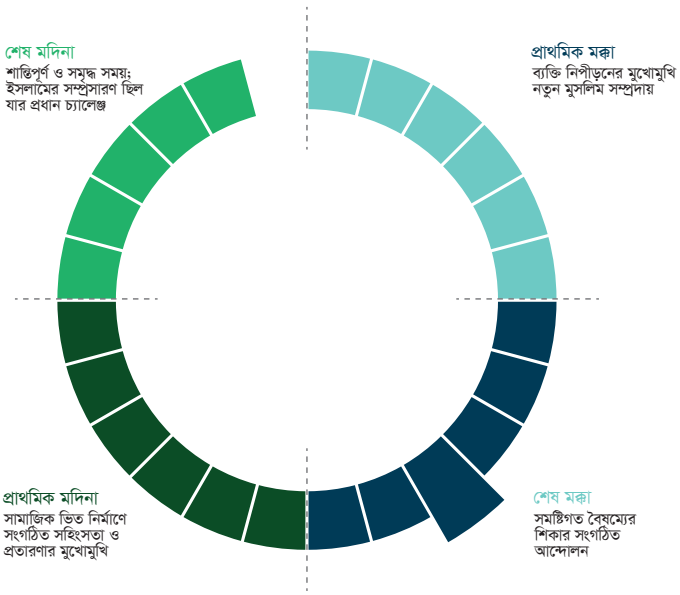

কাঙ্ক্ষিত রোডম্যাপ: কুরআন নাজিলের সময়-বিন্যাস

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক জীবন অর্থাৎ নবুওয়াত-পূর্ব জীবন শেষে নবুওয়াতি জীবনকে চারটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করা যায় : প্রাথমিক মক্কা , শেষ মক্কা , প্রাথমিক মদিনা ও শেষ মদিনা। কুরআন নাজিলের সূচনা অর্থাৎ প্রথম ওহি নাজিলের মাধ্যমে মক্কি জীবনের প্রাথমিক-পর্ব শুরু হয়। এই পর্যায়ে ইসলামের প্রথমদিকের অনুসারীরা তাদের অবিচল ঈমান বা অটুট বিশ্বাসের দরুন চরম নির্যাতন এবং উপহাসের শিকার হন। কুরাইশরা তাদেরকে সামাজিকভাবে ভিন্নধর্মী এবং বিরক্তিকর উপাদান হিসেবে দেখতো। নবুওয়াতের ষষ্ঠ-বর্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামজা রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর ঘোর-বিরোধী উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনাটি বিরোধী গোষ্ঠীর সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের জন্য এটি রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কি জীবনের শেষ-পর্বে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। মক্কার কাফিরেরা মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য হুমকি হিসেবে দেখতে শুরু করে। এই নির্মম নিপীড়নের ধারাবাহিকতায়, প্রথম ওহি নাজিলের ১২ বছর পর মুসলিমরা নিরাপত্তার সন্ধানে মদিনায় হিজরত করেন। মাদানি জীবনের প্রথম-পর্যায়ে সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হলেও শিগগিরই তাদের মাঝে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও তুমুল বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই দুশ্চিন্তাপূর্ণ ছয় বছরের পরিসমাপ্তি ঘটে নবুওয়াতের ১৮ তম বর্ষে, হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে। এ চুক্তিটি মাদানি জীবনের শেষ পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও উন্নতির পথকে সুগম করে। এর পাঁচ বছর পর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্য দিয়ে তাঁর নবুওয়াতি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিরাতকে চারটি সমানভাগে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে এর প্রতিটি সময়-পর্বকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। এটি কুরআন নাজিলের ২৩ বছরের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিশ্লেষণে সাহায্য করে এবং অতি সহজে স্মরণীয় করে রাখতে অনুকূল মানসিকতা এনে দেয়।

মক্কি জীবনের প্রথম ভাগ

ওহি নাজিলের শুরুতে মুষ্টিমেয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত মুসলিম সমাজ মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ের দাওয়াতি কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবুওয়াতের চতুর্থ-বর্ষের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা প্রকাশ্যে ইসলামের বার্তা প্রচার করতেন না। তবে তাঁরা যখন ধীরে ধীরে কুরাইশদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, তখন তাঁরা দস্তুরমতো উপহাস এবং অপদস্থতার শিকার হন। অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে এবং তা সহনসীমানার বাইরে চলে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে কিছু মুসলিম আবিসিনিয়ায় আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। মক্কি জীবনের প্রথমভাগের শেষ পর্যায় অর্থাৎ নবুওয়াতের ষষ্ঠ-বর্ষে, হজরত হামজা এবং উমরের (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সদ্য বিকাশমান মুসলিম সমাজ উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো শক্তি-সামর্থ্য লাভ করতে পারেনি।

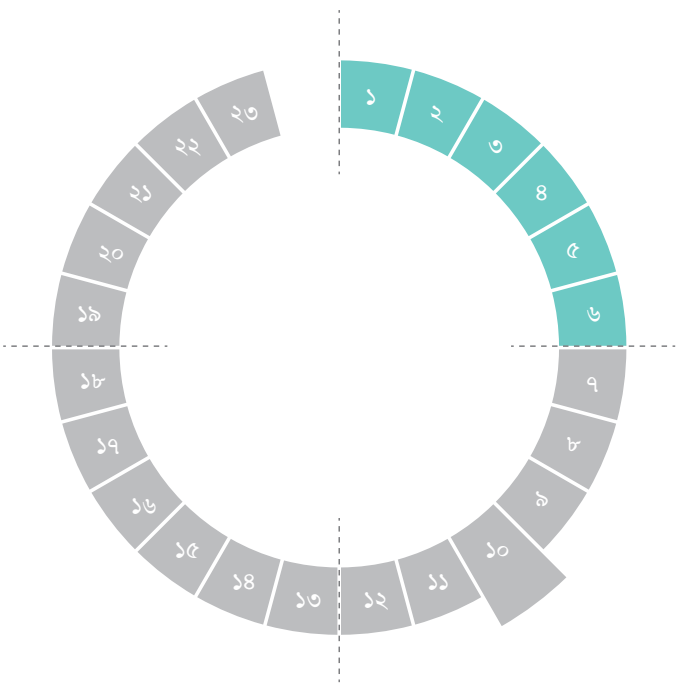

১-২-৩ গোপন বৈঠক

প্রথম তিন বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে কেবল নির্দিষ্ট কিছু লোককে একত্র করে তাদের মাঝেই তাঁর পয়গাম প্রচার করতেন। এভাবে একনিষ্ঠ সমর্থকদের একটি কাফেলা তৈরি হলে পর প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।
(ভাবুন, সাহাবিগণ বলছেন, 'চলো, প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করি! এক, দুই, তিন।' (যেভাবে আমরা কোনো কাজ শুরু করার সময় বলি।) (এই 'এক, দুই, তিন' বলার মাধ্যমে প্রথম তিন বছরের ঘটনাকে মনে রাখা যাবে।)

৪ প্রকাশ্যে আহ্বান

নবিজি তাঁর বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি কুরাইশদের নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন।
(চতুর্থ বছর তিনি 'চতুর্দিকে প্রকাশ্যে' দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন।)

৫ আবিসিনিয়ায় হিজরত

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথমদিকের কিছু মুসলিম রাজনৈতিক আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া গমন করেন।
(ভাবুন, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবিগণ পাঁচ আঙুল উঁচু করে মক্কাকে বিদায় জানাচ্ছেন।)

৬ হামজা ও উমর রা.-এর ইসলাম-গ্রহণ

হামজা এবং উমরের মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম-গ্রহণ নবিজির শক্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।
(মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে হজরত হামজা ও উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা'র ইসলাম-গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এটি মক্কি জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগের মাঝে ষষ্ঠ বছরের টার্নিং পয়েন্ট।)

মক্কি জীবনের শেষ ভাগ

হজরত হামজা এবং উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা'র ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশরা তাদের পূর্বেকার কৌশল-বাস্তবায়নে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোত্রের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা দুই থেকে তিন বছর স্থায়ী হয়। এই নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরের বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে হারান। একই সঙ্গে তিনি তায়িফে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে চরম নির্যাতন ও অপমানের শিকার হন। এজন্য এ বছরটিকে 'আমুল হুজন' বা বিষাদবর্ষ বলা হয়। আমুল হুজনের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসরা ও মিরাজের অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যা তাঁকে নব উদ্যমে ও সতেজ প্রণোদনায় কার্যক্রম পরিচালনার প্রেরণা জোগায়। এরপর তিনি সাহাবিদের নিয়ে মক্কার উত্তর-প্রান্তরের শহর ইয়াসরিব (পরবর্তীকালে মদিনা নামে পরিচিত) হিজরত করেন।

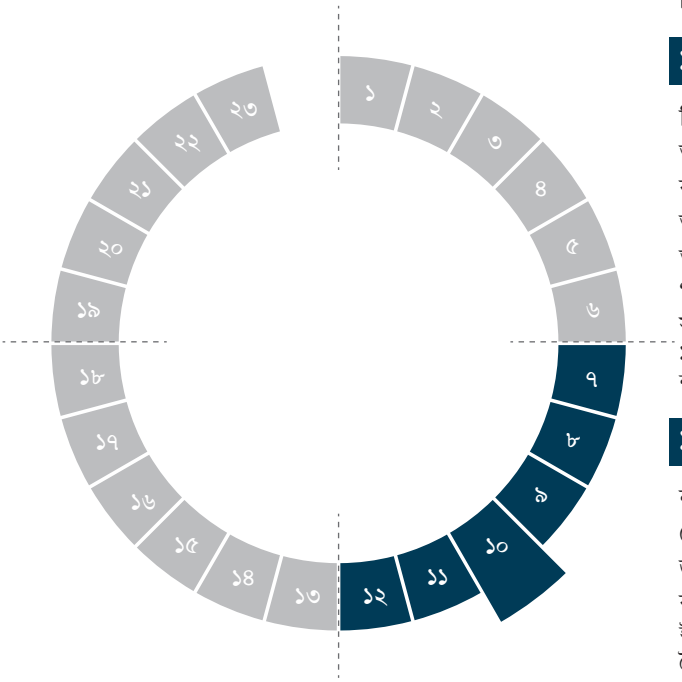

৭-৮-৯ হাশিম গোত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা

কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাশিম গোত্রের ওপর তিন বছরের কঠোর আর্থ-সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল অত্যন্ত কঠিন, যা গোত্রের সদস্যদের চরম দুর্ভোগে ফেলে দেয়।

মক্কি জীবনের এই নিষেধাজ্ঞার সময়কাল স্মরণ করার জন্য 'নি-ষে-ধ' শব্দটি তিনভাগে বিভক্ত করে তিন বছরের বিষয়টি সহজে মনে রাখা যায়।

১০ দুশ্চিন্তা ও বিষাদবর্ষ

নিষেধাজ্ঞার পর নবুওয়াতের নবম ও দশম বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ছিল এক দীর্ঘ দুঃখের সময়। নবম বছরে তিনি তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব এবং স্ত্রী খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে হারান। এরপর তায়িফে দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি তায়িফবাসীর নির্যাতনের শিকার হন। এই ঘটনাবহুল বছরটিকে 'আমুল হুজন' বা বিষাদবর্ষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে স্মরণ রাখা যায় : ৯ হলো একক অঙ্কের সংখ্যা এবং ১০ হলো দুই অঙ্কের সংখ্যা। তাই ১০ সংখ্যাটি ৯-এর তুলনায় দীর্ঘ ও বড়। এভাবে নবুওয়াতের দশম বছরকে 'বিষাদবর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১১ ইসরা ও মিরাজ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একরাতে মক্কা থেকে জেরুশালেম এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে (পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার অতীত) এক অলৌকিক রহস্যময় ভ্রমণ করেন।

ইংরেজি 'ইলেভেন' (১১) শব্দটি 'হেভেন' (ঊর্ধ্বাকাশ) শব্দের সঙ্গে ছন্দময় মিল তৈরি করে। এভাবে কুরআনি বর্ষপঞ্জির ইলেভেনে (১১তম বর্ষে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেভেনে (ঊর্ধ্বাকাশ) ভ্রমণের ঘটনাটি স্মরণে রাখা যায়।

১২ প্রথম 'আকাবা' শপথ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় হিজরতের পূর্বে ১২জন ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁকে নিরাপত্তা প্রদানের শপথ গ্রহণ করেন।

কুরআনি বর্ষপঞ্জির ১২তম বর্ষে এই ১২ ব্যক্তি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

মাদানি জীবনের প্রথম ভাগ

হিজরতের পর মাদানি জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়। এ-সময় বিভিন্ন অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। নিচের বাক্যটি এই ছয় বছরের ঘটনাবলিকে সহজে মনে রাখতে সাহায্য করবে: হিজরতের পর অভিযান, যুদ্ধ ও রণদামামা চলে হুদাইবিয়া পর্যন্ত।

নোট : প্রতিটি বড় যুদ্ধ (বদর, উহুদ এবং খন্দক) মদিনার ইহুদি গোত্রগুলোর (যথাক্রমে কাইনুকা, নাজির এবং কুরাইজা) কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'কনক' শব্দটি এই ধারাবাহিকতাকে মনে রাখার সহজ উপায়। কারণ, বর্ণানুক্রম অনুযায়ী কাইনুকা শব্দটি কুরাইজা'র আগে আসে।

১৮ খন্দক (পরিখা) যুদ্ধ

কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়ে শহরটি অবরোধ করে বসে। তবে তারা পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধটি ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

সংকেত : খেলা - খ = খন্দক

১৭ বদর ২ (বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মোকাবিলা করার জন্য বদর অভিমুখে অগ্রসর হন; তবে কুরাইশরা ভয়ে আর এগিয়ে আসেনি।

১৬ উহুদের যুদ্ধ

কুরাইশরা মদিনার উত্তর দিকে উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য আসে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১৫ বদর যুদ্ধ

তুলনামূলকভাবে অনেক কম সৈন্যসংখ্যা নিয়ে মুসলিম বাহিনী বদর প্রান্তরে অগ্রসর হয় এবং কুরাইশদের চমকপ্রদভাবে পরাজিত করে।

১৪ আক্রমণ/অভিযান

এ বছর কুরাইশদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী দলের ওপর ছোট ছোট আকস্মিক অভিযান পরিচালিত হয়।

১৩ হিজরত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেন এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেন।

আগেই বলা হয়েছে, হিজরত থেকেই মাদানি জীবনের প্রথম ভাগ শুরু হয়।

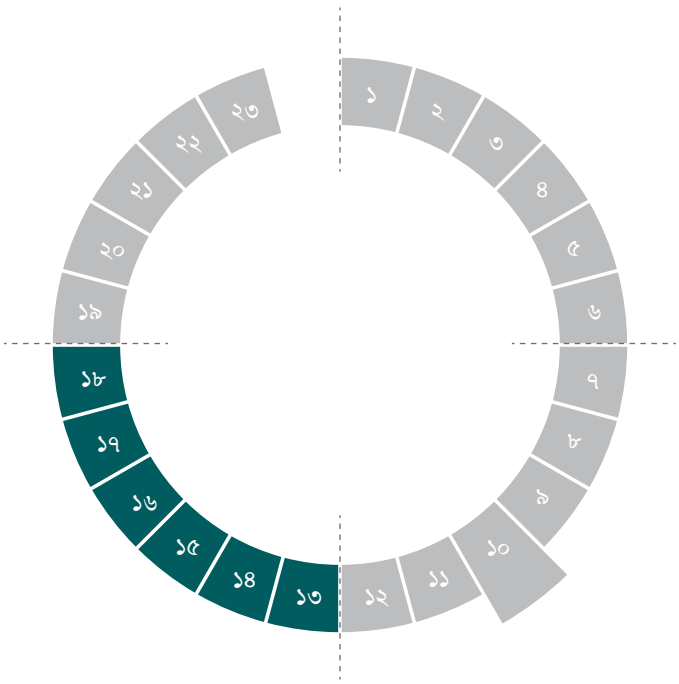

মাদানি জীবনের শেষ ভাগ

মাদানি জীবনের শেষ ভাগের সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে। এই চুক্তিটি মুসলিমদের জন্য প্রশান্তি ও উন্নতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। এর ফলে মুসলিমদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শহরের উত্তরাধিকার পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপূর্ণ এই মক্কা বিজয় কেন্দ্রীয় আরব ভূখণ্ডে মদিনার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। এরই মধ্যে উত্তরাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের মতো অপ্রত্যাশিত অনেক চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। মক্কা বিজয়ের এক বছর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্রসরমান রোমান বাহিনীর মোকাবিলায় তাবুক সীমান্তে একটি বিশাল অভিযান পরিচালনা করেন। তাবুক অভিযানের খবর সমগ্র আরবজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর সারা আরব উপদ্বীপ থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি-দল মদিনায় এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। এরপর থেকেই আরবজুড়ে ইসলামের বিস্তার এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের পূর্ণতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ সম্পন্ন করেন, যা ছিল তাঁর জীবনের শেষ বছর। এটি ছিল গত ২৩ বছরের মহান অর্জনের দিকে ফিরে তাকানোর মুহূর্ত এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুপরিকল্পিত এবং সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদানের অনন্য সময়।

২৩ বিদায় হজ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রথম ও একমাত্র হজ সম্পন্ন করেন, যা 'বিদায় হজ' নামে পরিচিত। 'বিদায়' শব্দটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতি জীবনের শেষ বছরকে নির্দেশ করে এবং এটি তাঁর মহিমময় জীবনকর্মের পরিসমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত।

২২ প্রতিনিধি-দল আগমনের বছর

এই বছর সমগ্র আরবজুড়ে এক সময়ের বৈরী গোত্রগুলো মদিনায় এসে মৈত্রী বা শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করে।

(কল্পনা করুন : বৈরী গোত্রগুলো মদিনায় প্রবেশকালে শান্তির প্রতীক [দুই হাতের দুটি আঙুল] প্রদর্শন করছে।)

২১ তাবুক অভিযান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমান সাম্রাজ্যের মোকাবিলায় সে সময়ের সর্ববৃহৎ আরব সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন।

২১ বছরকে পূর্ণমাত্রায় বয়ঃপ্রাপ্তির সময় ধরা হয়। একইভাবে, কুরআনি বর্ষপঞ্জির একুশতম বর্ষে মুসলিম সম্প্রদায় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় এবং তাবুকে রোমানদের মোকাবিলা করে।

২০ মক্কা বিজয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ হাজার সাহাবি নিয়ে অগ্রসর হন এবং শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা পুনরুদ্ধার করেন।

কুরআনের (২৮ : ৮৫) নির্দেশনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (২০ : ২০) এই মর্মে একটি সুস্পষ্ট ভিশন প্রদান করে যে, একদিন তিনি মক্কায় ফিরে যাবেন। কুরআনি বর্ষপঞ্জির বিশতম বর্ষে এই ঐতিহাসিক বিজয় মুসলিমদের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯ হুদাইবিয়ার সন্ধি

মুসলিমরা কুরাইশদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, যার ফলে মক্কার সঙ্গে সকল দ্বন্দ্ববৈরিতার অবসান ঘটে।

এই সন্ধিচুক্তির পর থেকেই শান্তিপূর্ণ মাদানি জীবনের শেষ ভাগের সূচনা হয়।

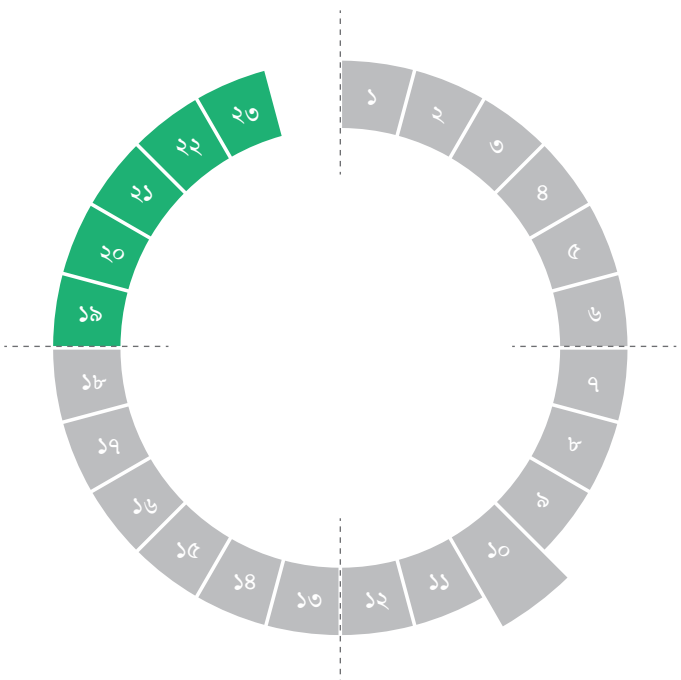

এই বইয়ে কুরআনি বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হয়েছে, যা প্রচলিত হিজরি বর্ষপঞ্জি থেকে কিছুটা ভিন্ন। হিজরি বর্ষপঞ্জির সূচনা হয় হিজরতের সময় থেকে এবং এটি দুই দিকেই ইঙ্গিত করে (হিজরতের পূর্ব ও পরবর্তী সময়)। তবে এতে 'শূন্য'বর্ষকে বাদ দেওয়া হয়।
এ কারণে মক্কি ও মাদানি ঘটনার অন্তর্বর্তী সময় নির্ধারণে অনেকেই বিভ্রান্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, আমুল হুজন (বিষাদবর্ষ) ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত বছর– তা নির্ধারণ করা এই পদ্ধতিতে বেশ জটিল হয়ে ওঠে।

	বিষাদ-বর্ষ			হিজরত		বদর
কুরআনি বর্ষ	কু.ব.১০	কু.ব.১১	কু.ব.১২	কু.ব.১৩	কু.ব.১৪	কু.ব.১৫
হিজরি বর্ষ	হি.ব. ৩	হি.ব. ২	হি.ব. ১	হি.ব. ১	হি.ব. ২	হি.ব. ৩

হিজরি বর্ষপদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পাই হি.ব. ৩ - হি.পূ. ৩ = ? বছর

কুরআনি বর্ষপদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পাই কু.ব. ১৫ - কু.ব. ১০ = ৫ বছর।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, কুরআনি বর্ষপদ্ধতি সৌর-বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক, যেখানে হিজরি-পদ্ধতি চান্দ্র বার্ষিক। এ পার্থক্যের ফলে দুই বর্ষপঞ্জি (হিজরি এবং প্রচলিত গ্রেগরিয় বা খ্রিস্ট/ইংরেজি) থেকে একই ঘটনার তারিখ নির্ধারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেবল একটি সাল স্মরণ রাখতে হবে। তা হলো, প্রথম ওহি (কুরআন) নাজিলের আগের বছর ৬০৯ খ্রিস্টাব্দ। কোনো ঘটনার গ্রেগরিয় সাল নির্ধারণের জন্য কুরআনি বর্ষের সঙ্গে কেবল ৬০৯ যোগ করতে হবে। যেমন, হিজরত (কু.ব. ১৩) সংঘটিত হয়েছিল ৬০৯ + ১৩ = ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও কোন্ ঘটনার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স কত ছিল, আপনি যদি তা নিরূপণ করতে চান, তবে কুরআনি বর্ষের সঙ্গে কেবল ৩৯ যোগ করুন। উদাহরণস্বরূপ, বদর যুদ্ধের সময় (কু. ব. ১৫) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ১৫+৩৯ = ৫৪ বছর।

	বিষাদ বর্ষ			হিজরত		বদর
কুরআনি বর্ষ	কু.ব.১০	কু.ব.১১	কু.ব.১২	কু.ব.১৩	কু.ব.১৪	কু.ব.১৫
গ্রেগরিয় বর্ষ	৬১৯	৬২০	৬২১	৬২২	৬২৩	৬২৪
নবিজির বয়স	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪

কুরআনি বর্ষপঞ্জির সময়-বিন্যাস

প্রিয় পাঠক, আমার গভীর পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, সিরাতকে ভালোভাবে রপ্ত করার ক্ষেত্রে কুরআনি-বর্ষ সময়-বিভাজন বা কাল-বিন্যাস হিসেবে আপনার মানসজগতে একটি বিরাট উপকারী উপাদানরূপে বিবেচিত হবে। এর মাধ্যমে আপনি কখনোই খেই হারিয়ে ফেলবেন না। এই বইয়ের প্রতিটি পাঠে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় আপনি কুরআনি-বর্ষ-এর অনায়াস ব্যবহার দেখতে পাবেন, যা আপনাকে সিরাতের ঘটনাবলি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে একটি অমোঘ পথনির্দেশনা প্রদান করবে।

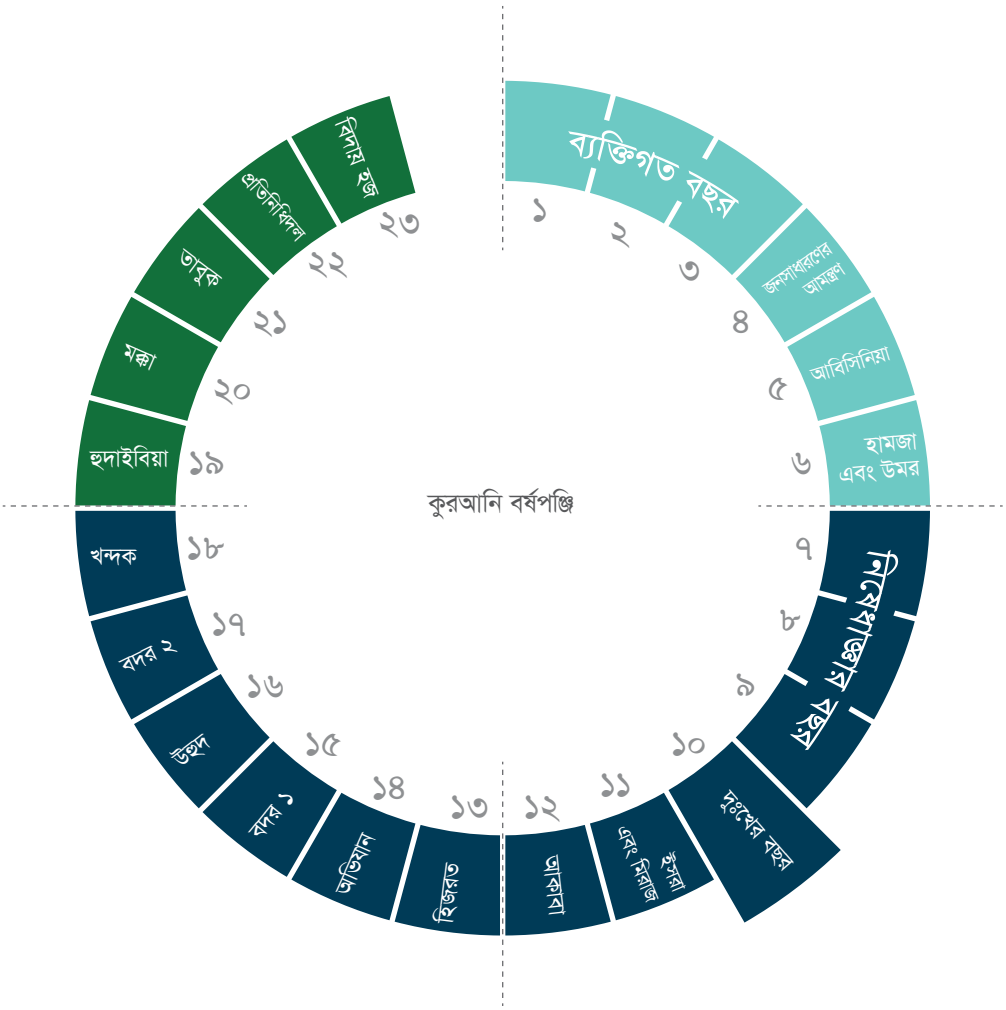

সূচিপত্র

২২ **মূল্যায়ন** *অর্গলমুক্তির অভিপ্রায়*

২৫ **ভূমিকা** *তৃষ্ণার তিরে বিঁধেছি তোমায়*

৩২ **অবতরণিকা** *রোশনাই দাস্তানের পথে*

প্রারম্ভিকা

প্রারম্ভিকা ১: মক্কার প্রাচীন ইতিহাস

৪৭ **প্রা ১.১** প্রাচীন আরব

৫১ **প্রা ১.২** হজরত ইবরাহিম (আ): প্রথম মুসলিম

৫৪ **প্রা ১.৩** ইসমাইল (আ), মক্কা ও অ্যারাবাইজড আরব

৫৬ **প্রা ১.৪** জুরহাম বংশ

৫৭ **প্রা ১.৫** খুজাআ বংশ এবং ইবরাহিমি পন্থার বিলুপ্তি

প্রারম্ভিকা ২: কুরাইশ বংশ

৬০ **প্রা ২.১** কুসাই-কাহিনি এবং মক্কা পুনরুদ্ধার

৬২ **প্রা ২.২** হাশিমের নেতৃত্ব ও মক্কার উন্নতি

৬৩ **প্রা ২.৩** আবদুল মুত্তালিব এবং জমজম পুনরুদ্ধার

প্রারম্ভিকা ৩: সপ্তম শতাব্দীর চালচিত্র (নবিজির আগমন-পূর্বকাল)

৬৬ **প্রা ৩.১** মক্কা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ধর্মাচার

৭২ **প্রা ৩.২** কুরাইশদের পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্য

৭৫ **প্রা ৩.৩** মক্কায় ইয়েমেনি (আবরাহার) আক্রমণ

প্রারম্ভিকা ৪: নবুওয়াত-প্রাপ্তির পূর্বে হজরত মুহাম্মদ (সা)

৭৮ **প্রা ৪.১** প্রাথমিক শৈশব

৮১ **প্রা ৪.২** নবিজির কৈশোর ও বীরত্বের চুক্তি

৮৬ **প্রা ৪.৩** বিশের কোঠায় নবিজি

৯০ **প্রা ৪.৪** ত্রিশের কোঠায় নবিজি

মক্কার প্রাথমিক জীবন

বর্ষ ১ : ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত

৯৭ **১.১** পড়ো!

১০১ **১.২** নীরবতা ও সংশয়

১০৩ **১.৩** যাদের নিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল

বর্ষ ২ : ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত : রাসুল (সা)-এর নিজস্ব পরিসর

১০৭ **২.১** প্রথম দিককার ওহি

১০৮ **২.২** আর-রাহমান ও আর-রাহিম

বর্ষ ৩ : ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত : রাসুল (সা)-এর বর্ধিষ্ণু পরিবার

১০৯ **৩.১** বুন হাশিম ও বনু মুত্তালিবের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

১১২ **৩.২** আবু লাহাব

বর্ষ ৪ : গণপরিসরে ইসলামের দাওয়াত

১১৫ **৪.১** প্রকাশ্যে প্রথম বিবাদ

১১৬ **৪.২** প্রারম্ভিক সুরাসমূহ : চিন্তাশীল হওয়ার আহ্বান

১১৯ **৪.৩** প্রাথমিক মক্কি সুরাসমূহ এবং ঔদ্ধত্যের বিপরীতে সতর্কবার্তা

১২০ **৪.৪** উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচার

১২৩ **৪.৫** সুরা আবাসা : নবিজির জন্য নির্দেশনা

বর্ষ ৫ : আবিসিনিয়া

১২৪ **৫.১** সুরা আন-নাজ্‌ম

১২৫ **৫.২** আবিসিনিয়া

১২৭ **৫.৩** জাফর, আমর এবং নাজ্জাশি

বর্ষ ৬ : হজরত হামজা ও উমর (রা)

১৪০ **৬.১** হজরত হামজার ইসলাম-গ্রহণ

১৪২ **৬.২** উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম-গ্রহণ

১৪৪ **৬.৩** আপসের সর্বশেষ প্রয়াস

১৪৭ **৬.৪** সুরা আল-কাফিরুন, ঈমানের ব্যাপারে কোনো আপস নয়

১৪৮ **৬.৫** সুরা কাহাফ এবং তিনটি প্রশ্ন

মক্কার শেষ জীবন

বর্ষ ৭ : নিষেধাজ্ঞা

১৫৫ **৭.১** মক্কায় সমাপনী-পর্ব

বর্ষ ৮ : নিষেধাজ্ঞা

১৫৭ **৮.১** অনাহার বা ক্ষুধা-দারিদ্র্য
১৫৭ **৮.২** এ প্রাচীন কোনো রূপকথা নয়

বর্ষ ৯ : নিষেধাজ্ঞা

১৫৮ **৯. ১** নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
১৫৯ **৯.২** আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন

বর্ষ ১০ : দীর্ঘ দুঃখের বছর

১৬০ **১০.১** আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু
১৬২ **১০.২** আবু বকরের প্রতি অস্বীকৃতি
১৬৩ **১০.৩** তায়িফের পথে নবিজি
১৬৫ **১০.৪** জিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
১৬৭ **১০.৫** অপ্রত্যাশিত সমর্থক : আবু জর গিফারি ও তোফায়েল
১৬৮ **১০.৬** ইয়াসরিবে নবিজির আবির্ভাবের সুসংবাদ

বর্ষ ১১ : ইসরা ও মিরাজ

১৭০ **১১.১** প্রথম বাইআতে আকাবা
১৭১ **১১.২** উম্মুল মুমিনিন সাওদা ও আয়িশা
১৭৪ **১১.৩** ইসরা ও মিরাজ
১৭৭ **১১.৪** মিরাজ বা নৈশভ্রমণের প্রতিক্রিয়া

বর্ষ ১২ : আকাবার বাইআত

১৭৮ **১২.১** প্রথম আকাবার বাইআত
১৮০ **১২.২** মুসআবের ইয়াসরিব গমন

মদিনার প্রাথমিক জীবন

বর্ষ ১৩ : হিজরত

১৮৩ **১৩.১** দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা
১৮৪ **১৩.২** ইয়াসরিবে প্রথম হিজরতের ঘটনা
১৮৫ **১৩.৩** বিস্ময়কর সুরক্ষা-প্রাচীর
১৮৭ **১৩.৪** ইয়াসরিব (মদিনা) অভিমুখে যাত্রা
১৯২ **১৩.৫** একটি নতুন সামাজিক চুক্তি
১৯৫ **১৩.৬** সুরা আল-বাকারা
১৯৬ **১৩.৭** অন্তর্নিহিত সংকট
১৯৯ **১৩.৮** আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও আবু আমির ইবনে সাইফি
২০০ **১৩.৯** নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষের শেষ সময়

বর্ষ ১৪ : কাফেলা অভিযানের সূচনা

২০৩ **১৪.১** প্রথম কাফেলা অভিযানসমূহ
২০৭ **১৪.২** নতুন কিবলা

বর্ষ ১৫ : প্রথম বদর যুদ্ধ

২০৯ **১৫.১** আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা
২১১ **১৫.২** যুদ্ধের সিদ্ধান্ত
২১৪ **১৫.৩** বদর যুদ্ধ
২১৮ **১৫.৪** যুদ্ধবন্দি ও গনিমতের বণ্টন
২২০ **১৫.৫** বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর মদিনায় প্রত্যাবর্তন
২২১ **১৫.৬** মক্কাবাসীর পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া
২২৩ **১৫.৭** বদর যুদ্ধের বন্দিদের ভাগ্য
২২৪ **১৫.৮** আল-কুদর অভিযান
২২৪ **১৫.৯** বনু কাইনুকার নির্বাসন
২২৯ **১৫.১০** বারলি অভিযান
২২৯ **১৫.১১** উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যু
২২৯ **১৫.১২** আবু লুবাবার গাছ
২৩০ **১৫.১৩** বদরের যুদ্ধের পর সাধারণ ঘরোয়া জীবন

বর্ষ ১৬ : উহুদ

২৩২ **১৬.১** পূর্ব-মরুভূমি অভিযান
২৩৩ **১৬.২** কাব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ড
২৩৪ **১৬.৩** হজরত হাফসার সঙ্গে নবিজির বিবাহ
২৩৬ **১৬.৪** কারাদা অভিমুখে জাইদের অভিযান
২৩৬ **১৬.৫** উহুদ অভিমুখে যাত্রা
২৪০ **১৬.৬** উহুদের যুদ্ধ
২৪৪ **১৬.৭** উহুদ যুদ্ধের ফলাফল
২৪৯ **১৬.৮** রাওহা পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন
২৪৯ **১৬.৯** সুরা আলে ইমরান ও উহুদ থেকে শিক্ষা
২৫২ **১৬.১০** রাজি অভিযান
২৫৩ **১৬.১১** মাউনা হত্যাযজ্ঞ
২৫৪ **১৬.১২** বনু নাজিরের নির্বাসন

বর্ষ ১৭ : বদর ২

২৫৭ **১৭.১** বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের নৈতিক বিজয়
২৫৭ **১৭.২** গাতফান অভিযান ও সালাতুল খাউফ (ভয়ের নামাজ)
২৫৯ **১৭.৩** দুমাতুল জানদাল অভিযান
২৬০ **১৭.৪** উম্মে সালামা ও জাইনাব বিনতে জাহাশ

বর্ষ ১৮ : খন্দক

২৬৭ **১৮.১** জোটবদ্ধ শত্রুবাহিনী
২৬৮ **১৮.২** খন্দক খনন
২৬৯ **১৮.৩** মদিনা অবরোধ
২৭৪ **১৮.৪** বনু কুরাইজার বিচার
২৮০ **১৮.৫** আবুল আস-এর মদিনা প্রত্যাবর্তন
২৮০ **১৮.৬** মুস্তালিক অভিযান
২৮৪ **১৮.৭** হজরত আয়িশার ইমতিহান

মদিনার শেষ জীবন

বর্ষ ১৯ : হুদাইবিয়া

২৯৩ **১৯.১** হুদাইবিয়া অভিমুখে যাত্রা
২৯৫ **১৯.২** আনুগত্যের চুক্তি
২৯৬ **১৯.৩** সন্ধিচুক্তি ও তা গ্রহণ
৩০৩ **১৯.৪** আবু বাসির ও তার সঙ্গীরা
৩০৩ **১৯.৫** হুদাইবিয়ার পর মদিনার হালচিত্র
৩০৫ **১৯.৬** পার্শ্ববর্তী শক্তিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণের পত্র
৩০৬ **১৯.৭** নবিজির ওপর লাবিদের জাদু
৩০৬ **১৯.৮** খাইবার, ফাদাক ও ওয়াদি আল-কুরা
৩১২ **১৯.৯** আয়িশার সঙ্গে প্রতিযোগিতা
৩১৫ **১৯.১০** গাতফান গোত্রকে দমন করার জন্য পূর্বাঞ্চলীয় অভিযান
৩১৫ **১৯.১১** হুদাইবিয়ার পর ভরপুর সমৃদ্ধি
৩১৮ **১৯.১২** সুরা আত-তাহরিম : তালাকের অনুষঙ্গে

বর্ষ ২০ : মক্কা বিজয়

৩২১ **২০.১** প্রথম উমরা
৩২২ **২০.২** আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াস
৩২২ **২০.৩** পুরোনো শত্রু নতুন বন্ধু
৩২৪ **২০.৪** প্রথম সিরিয়া অভিযান (মুতা)
৩২৬ **২০.৫** বনি খুজাআর বিরুদ্ধে অভিযান
৩২৭ **২০.৬** হুদাইবিয়ার চুক্তির লঙ্ঘন
৩৩১ **২০.৭** মক্কা বিজয়
৩৩৪ **২০.৮** হুনাইনের যুদ্ধ
৩৩৭ **২০.৯** গনিমত বণ্টন
৩৪০ **২০.১০** দ্বিতীয় উমরা ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন

বর্ষ ২১ : তাবুক

৩৪২ **২১.১** তাবুক
৩৪৭ **২১.২** তাবুকের পরের অজুহাত
৩৪৮ **২১.৩** মসজিদে জিরার
৩৪৯ **২১.৪** আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু

বর্ষ ২২ : প্রতিনিধি দলসমূহ

৩৫১ **২২.১ প্রথম হজ**
৩৫১ **২২.২ ইবরাহিমের মৃত্যু**
৩৫২ **২২.৩ শান্তিপূর্ণ প্রতিনিধিদলটি মদিনায় প্রবেশ করে**
৩৫৪ **২২.৪ জাতিগত প্রবৃদ্ধি বা সমৃদ্ধি**

বর্ষ ২৩ : বিদায় হজ

৩৫৮ **২৩.১** বিদায় হজ
৩৬১ **২৩.২** মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদাররা
৩৬২ **২৩.৩** দ্বিতীয় সিরিয়া অভিযান
৩৬২ **২৩.৪** নবিজির শেষ দিনগুলো
৩৬৩ **২৩.৫** আল্লাহর সান্নিধ্যে
৩৬৫ **২৩.৬** আবু বকরকে খলিফা নির্বাচন
৩৬৬ **২৩.৭** দাফন মুবারক

পরিশিষ্ট

৩৭১ **পরিশিষ্ট ক :** সনতারিখের অনিশ্চয়তা বিষয়ক একটি জরুরি নোকতা
৩৭৩ **পরিশিষ্ট খ :** সিরাত অনুষঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ
৩৭৯ **পরিশিষ্ট গ :** খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের কালপর্ব-বিন্যাস

৩৮৫ **নাম-শব্দকোষ**

৪৪১ **পাদটিকা**

৪৪৭ **যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে**

অলংকরণ নির্দেশিকা

৪৭ **চিত্র প্রা ১** : প্রাচীন আদ ও সামুদ জাতি
৪৮ **চিত্র প্রা ২** : খ্রিস্টপূর্ব একহাজার সাল নাগাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি
৪৯ **চিত্র প্রা ৩** : খাঁটি আরব অভিবাসী
৫০ **চিত্র প্রা ৪** : আরবদের শ্রেণিবিন্যাস
৫৩ **চিত্র প্রা ৫** : ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গমনপথ
৫৫ **চিত্র প্রা ৬** : কাবা ও এর চতুর্পার্শ্বস্থ চরাচর
৫৯ **চিত্র প্রা ৭** : মক্কার কর্তৃত্ব
৬০ **চিত্র প্রা ৮** : কুসাই ও কুরাইশ আল-বিতাহ
৬১ **চিত্র প্রা ৯** : কুরাইশ (বংশীয়) গোত্রসমূহ
৬২ **চিত্র প্রা ১০** : মক্কা থেকে বাণিজ্যিক কাফেলার মৌসুমি গমনপথ
৬৪ **চিত্র প্রা ১১** : আবদুল মুত্তালিবের উল্লেখযোগ্য সন্তানাদি
৬৫ **চিত্র প্রা ১২** : আবদুল্লাহর সঙ্গে আমিনার বিবাহ
৬৬ **চিত্র প্রা ১৩** : সমশ্রেণিভুক্ত প্রতিমার মানচিত্র
৬৭ **চিত্র প্রা ১৪** : ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মক্কা ও আশপাশের ধর্মাচার
৬৯ **চিত্র প্রা ১৫** : খ্রিস্ট ধর্মতত্ত্বের প্রধান মাইলফলক ও বিবর্তন স্তর
৭০ **চিত্র প্রা ১৬** : ইবরাহিম (আ)-এর মাধ্যমে বিকশিত নবুওয়াতের সিলসিলা
৭২ **চিত্র প্রা ১৭** : ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা বা রাষ্ট্রীয় শক্তি
৭৬ **চিত্র প্রা ১৮** : আবরাহার মক্কা গমনের পথ
৭৯ **চিত্র প্রা ১৯** : হালিমার গোত্র সাদ ইবনু বকর
৮০ **চিত্র প্রা ২০** : মুহাম্মদের অভিভাবক
৮১ **চিত্র প্রা ২১** : মক্কা থেকে বসরার পথপরিক্রমা
৮৩ **চিত্র প্রা ২২** : বীরত্ব চুক্তি (হিলফুল ফুজুল)
৮৮ **চিত্র প্রা ২৩** : খাদিজার সঙ্গে নবিজির বিবাহ
৮৯ **চিত্র প্রা ২৪** : বনু কালব গোত্রের হারিসা
৯০ **চিত্র প্রা ২৫** : নবুওয়াতের পূর্বে রাসুলের ঘরসংসার
৯১ **চিত্র প্রা ২৬** : আবদুল মুত্তালিবের উল্লেখযোগ্য সন্তান ও পৌত্রপৌত্রীগণ
৯২ **চিত্র প্রা ২৭** : নবিজির জামাতাগণ
৯৩ **চিত্র প্রা ২৮** : জাহাশ পরিবার
১১০ **চিত্র ৩ ক** : উম্মুল ফজল রাজিয়াল্লাহু আনহু'র বোনেরা
১১১ **চিত্র ৩ খ** : নবিজির চাচিগণ
১১৪ **চিত্র ৩ গ** : প্রথম সমর্থনকারীগণ
১২৫ **চিত্র ৫ ক** : আবিসিনিয়ায় হিজরত
১২৯ **চিত্র ৫ খ** : আবিসিনিয়ায় উল্লেখযোগ্য মুহাজিরগণ
১৩১ **চিত্র ৫ গ** : কুরাইশদের মিত্র ও শত্রু
১৩২ **চিত্র ৫ ঘ** : বনু আসাদ : খাদিজার বর্ধিত পরিবার
১৩৩ **চিত্র ৫ ঙ** : বনু তাইম : আবু বকরের পরিবার
১৩৫ **চিত্র ৫ চ** : আমির গোত্র, সুহাইলের পরিবার থেকে ইসলাম গ্রহণকারীগণ
১৩৬ **চিত্র ৫ ছ** : আবদে শামস গোত্র, আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের পরিবার
১৩৭ **চিত্র ৫ জ** : আদি বংশ, একত্ববাদীদের দ্বারা বেষ্টিত উমর
১৪১ **চিত্র ৬ ক** : আবু জাহেল ও মাখজুম গোত্রের নেতৃবৃন্দ
১৫১ **চিত্র ৬ খ** : প্রাথমিক মক্কী যুগের শেষে নবিজির (সা) পরিবার
১৫৮ **চিত্র ৯ ক** : নিষেধাজ্ঞা এবং এর প্রত্যাহার

১৬৬ **চিত্র ১০ক** : তায়িফ সফর
১৬৭ **চিত্র ১০খ** : আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহ
১৬৯ **চিত্র ১০গ** : ইয়াসরিবের প্রধান গোত্রগুলো
১৭৪ **চিত্র ১১ক** : ইসরা ও মিরাজ
১৭৮ **চিত্র ১২ক** : প্রথম আকাবার বাইআতের শর্তসমূহ
১৮৩ **চিত্র ১৩ক** : দ্বিতীয় বাইআতের আকাবার শর্তাবলি
১৮৮ **চিত্র ১৩খ** : নবিজির হিজরতের পথ
১৯০ **চিত্র ১৩গ** : সালমান ফারসির নবি-অন্বেষা
১৯১ **চিত্র ১৩ঘ** : মদিনা নগরী
১৯৮ **চিত্র ১৩ঙ** : মদিনাকে ঐক্যবদ্ধকারী চুক্তিসমূহ
২০২ **চিত্র ১৩চ** : হিজরতের পর নবিজির পরিবার-পরিজন
২০৬ **চিত্র ১৪ক** : নাখলা অভিযান
২১০ **চিত্র ১৫ক** : বদরের দিকে যাত্রা
২১৫ **চিত্র ১৫খ** : বদরের উদ্বোধনী দ্বন্দ্বযুদ্ধ : কুরাইশের অভ্যন্তরীণ মোকাবিলা
২২২ **চিত্র ১৫গ** : বদর প্রান্তরে ক্ষয়ক্ষতি ও বন্দিদের তালিকা
২৩২ **চিত্র ১৬ক** : গ্রীষ্মকালীন কাফেলার নিয়ন্ত্রণ
২৩৫ **চিত্র ১৬খ** : উহুদের আগে নবিজির গৃহ-পরিবার
২৩৮ **চিত্র ১৬গ** : উহুদের পথে যাত্রা
২৪১ **চিত্র ১৬ঘ** : উহুদের যুদ্ধ
২৪৫ **চিত্র ১৬ঙ** : উহুদের পরাজয়
২৫৩ **চিত্র ১৬চ** : উহুদের পর গোত্রীয় জোটসমূহ
২৫৯ **চিত্র ১৭ক** : উহুদের পরবর্তী অভিযানসমূহ
২৬৫ **চিত্র ১৭খ** : কুরআনে নাম উল্লিখিত নবিগণ
২৬৭ **চিত্র ১৮ক** : জোটবদ্ধ শত্রুবাহিনী
২৭০ **চিত্র ১৮খ** : খন্দকের যুদ্ধ
২৯০ **চিত্র ১৮গ** : হুদাইবিয়ার পূর্বে মহানবির (সা) পরিবার
২৯৮ **চিত্র ১৯ক** : হুদাইবিয়ার চুক্তির পর্যালোচনা
৩০৫ **চিত্র ১৯খ** : পার্শ্ববর্তী শাসকদের কাছে আত্মসমর্পণের পত্র
৩০৭ **চিত্র ১৯গ** : মদিনার শেষ দিকের প্রধান হুমকিগুলো
৩১৪ **চিত্র ১৯গ** : নবিজির স্ত্রীগণ
৩২৩ **চিত্র ২০খ** : কুরাইশের বিশিষ্ট পুত্রগণ
৩২৫ **চিত্র ২০গ** : উত্তরাঞ্চলীয় অভিযানসমূহ
৩২৮ **চিত্র ২০ঘ** : যে সেনাবাহিনী মক্কা জয় করে নেয়
৩৩১ **চিত্র ২০ঙ** : মক্কা বিজয়
৩৩৫ **চিত্র ২০চ** : হুনাইনে অতর্কিত অভিযান
৩৪০ **চিত্র ২০ছ** : মূর্তিপূজার অপসৃতি
৩৪৩ **চিত্র ২১ক** : মদিনা থেকে পরিচালিত অভিযানসমূহ
৩৪৬ **চিত্র ২১খ** : তাবুক ও দুমাত-আল-জান্দালের অভিযানসমূহ
৩৫৬ **চিত্র ২২ক** : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবি
৩৫৭ **চিত্র ২২খ** : তাবুকের পর নবিজির পরিবার
৩৫৯ **চিত্র ২৩ক** : হজের নিয়মাবলি
৩৬০ **চিত্র ২৩খ** : নবিজির শেষ ভাষণ
৩৬১ **চিত্র ২৩গ** : ভণ্ড নবিদের পরিণতি
৩৬৬ **চিত্র ২৩ঘ** : নবিজির নিকটতম আত্মীয়দের মাধ্যমে তাঁর কাফন-দাফন